সমকাল
তারিখ 31 DEC 2013
পৃষ্ঠা 20 কলাম ৬

ক্ষুদে শিক্ষার্থীদের সাফল্যের রেকর্ড

প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা	
মোট পরীক্ষার্থী	২৫,১৯,০৩২
পাস করেছে	২৪,৮৩,১৪২
জিপিএ ৫ পেয়েছে	২,৪০,৯৬১
পাসের হার	৯৮.৫৮

ইবতেদায়ি সমাপনী পরীক্ষা	
মোট পরীক্ষার্থী	২,৭৩,৯৭৯
পাস করেছে	২,৬২,৪৭২
জিপিএ ৫ পেয়েছে	৭,২৫৩
পাসের হার	৯৫.৮০

সারাদেশে প্রথম মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয় ● সাত বিভাগের শীর্ষে বরিশাল ● ৬৪ জেলার মধ্যে প্রথম লালমনিরহাট

■ সাব্বির নেওয়াজ

ক্ষুদে শিক্ষার্থীদের সাফল্য আকাশ ছুঁয়েছে এবার। চলতি বছরের প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী ও মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের ইবতেদায়ি শিক্ষা সমাপনী ■ পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ৭

● আরও খবর : পৃষ্ঠা-২
● আরও ছবি : পৃষ্ঠা-৩

ক্ষুদে শিক্ষার্থীদের সাফল্যের রেকর্ড

[শেষ পৃষ্ঠার পর]

পরীক্ষার ফল গতকাল সোমবার প্রকাশিত হয়েছে। পাসের হার ৯৮ দশমিক ৫৮ ভাগ। জিপিএ ৫ পেয়েছে দুই লাখ ৪০ হাজার ৯৬১ জন। শুধু তা-ই নয়, পরীক্ষার্থীদের অধিক অংশগ্রহণ, ইংরেজি ও গণিতে পাসের হার বৃদ্ধিসহ ভালো ফলের সব সূচকই এ বছর ইতিবাচক। জীবনের প্রথম পাবলিক পরীক্ষায় এমনই সাফল্যগাথা রচনা করতে পেরেছে পঞ্চম শ্রেণীপড়ুয়া ক্ষুদে শিক্ষার্থীরা।

সোমবার দুপুরে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশের পর কাঙ্ক্ষিত ফল পেয়ে দেশজুড়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়ে লাখ লাখ শিশু। তাদের সাফল্যের আনন্দের দোলা লেগেছে শিক্ষক আর অভিভাবকদের হৃদয়েও। খুশি সবাই। সম্মিলিতভাবে সারাদেশে প্রথম স্থান অর্জনের গৌরব অর্জন করেছে রাজধানীর মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয়। পাসের হারে দেশের সাতটি বিভাগের শীর্ষে রয়েছে বরিশাল বিভাগ। আর ৬৪ জেলার মধ্যে প্রথম হয়েছে লালমনিরহাট। এ জেলায় প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় শতভাগ ছাত্রছাত্রীই পাস করেছে, কোনো ফেল নেই। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এ পরীক্ষায় এবার ছাত্ররা খুবই সামান্য ব্যবধানে এগিয়ে রয়েছে। ছাত্রদের পাসের হার ৯৮ দশমিক ৬২ আর ছাত্রীদের ৯৮ দশমিক ৫৪ শতাংশ। বিশেষ কারণে এবার বরগুনা জেলার আমতলী ও দেশের বাইরে লিবিয়ার ত্রিপোলি কেন্দ্রের ফল স্থগিত রাখা হয়েছে।

প্রকাশিত ফল থেকে দেখা গেছে, এবার প্রাথমিক সমাপনীতে পাসের হার ৯৮ দশমিক ৫৮ শতাংশ এবং ইবতেদায়ি শিক্ষা সমাপনীতে পাসের হার ৯৫ দশমিক ৮০ শতাংশ। গত বছরের তুলনায় পাসের হার বেড়েছে প্রাথমিকে ১ দশমিক ২৩ ও ইবতেদায়িতে ৩ দশমিক ৩৫ ভাগ। গত বছর প্রাথমিকে পাসের হার ছিল ৯৭ দশমিক ৩৫ ও ইবতেদায়িতে ৯২ দশমিক ৪৫ শতাংশ।

দুটি সমাপনীতে চলতি বছর ২৭ লাখ ৯৩ হাজার ১১ শিক্ষার্থী অংশ নেয়। তাদের মধ্যে পাস করেছে ২৭ লাখ ৪৫ হাজার ৬১৪ জন। দুই পরীক্ষায় মোট জিপিএ ৫ পেয়েছে দুই লাখ ৪৮ হাজার ২১৪ জন। এর মধ্যে প্রাথমিকে দুই লাখ ৪০ হাজার ৯৬১ ও ইবতেদায়িতে সাত হাজার ২৫৩ জন জিপিএ ৫ পেয়েছে। গত বছর মোট জিপিএ ৫ পাওয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল দুই লাখ ৩৩ হাজার ১৪০ জন। রোববার দুপুরে সচিবালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রাথমিক ও ইবতেদায়ি সমাপনী পরীক্ষার ফল ঘোষণা করেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। এর আগে সকালে মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে নিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে ফল হস্তান্তর করেন নুরুল ইসলাম নাহিদ।

প্রাথমিকে তালিকাভুক্ত ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা, জিপিএ ৫ পাওয়া, পাসের হার ও অনুপস্থিত ছাত্রছাত্রীদের হারের ভিত্তিতে গত বছরের মতো এবারও সারাদেশের মধ্যে ঢাকার মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয় শীর্ষে অবস্থান করছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানেও আছে ঢাকার অপর দুই প্রতিষ্ঠান ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুল ও মাইলস্টোন প্রিপারেটরি কেজি স্কুল।

ইবতেদায়িতে ঢাকা জেলার ক্যান্টনমেন্ট থানার তামীরুল মিল্লাত ক্যাডেট মাদ্রাসা শীর্ষে রয়েছে। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে গতবারের সেরা ডেমরা থানার দারুন্নাজাত সিদ্দীকিয়া কামিল মাদ্রাসা। এবার তৃতীয় অবস্থানে আছে গাজীপুর টঙ্গীর তা'মিরুল মিল্লাত কামিল মাদ্রাসা। এবার পরীক্ষা শেষ হওয়ার মাত্র ২৪ দিনে সমাপনীর ফল প্রকাশ করা হলো।

প্রাথমিকে সর্বোচ্চ পাসের হারের দিক থেকে সাত বিভাগের মধ্যে বরিশাল (পাসের হার ৯৯ দশমিক ২৫ শতাংশ) ও ৬৪ জেলার মধ্যে লালমনিরহাট (১০০ শতাংশ) শীর্ষে রয়েছে। ৫০৬ উপজেলার মধ্যে ৩৬ উপজেলায় শতভাগ পাস করেছে। সর্বনিম্ন পাসের হার সিলেট জেলায় (৯৫ দশমিক ৭৭ শতাংশ)। বান্দরবান জেলার আলীকদম উপজেলায় পাসের হার সর্বনিম্ন ৯০ দশমিক শূন্য ৫ শতাংশ।

ইবতেদায়িতে সাত বিভাগের মধ্যে বরিশাল (পাসের হার ৯৭ দশমিক ৭৮ শতাংশ) ও ৬৪ জেলার মধ্যে লালমনিরহাট (১০০ শতাংশ) শীর্ষে রয়েছে। ৮৪ উপজেলায় শতভাগ পাস করেছে। সর্বনিম্ন পাসের হার সিলেট জেলায় (৯০ দশমিক ৬০ শতাংশ)। জামালপুর জেলার বকশীগঞ্জ উপজেলায় পাসের হার সর্বনিম্ন ৭১ দশমিক ৩৯ শতাংশ।

এবারও পাসের হারের শীর্ষে বরিশাল বিভাগ : প্রাথমিকে সর্বোচ্চ পাসের হারের দিক থেকে সাত বিভাগের মধ্যে শীর্ষে রয়েছে বরিশাল। এই বোর্ডে পাসের হার ৯৯ দশমিক ২৫ শতাংশ। এ ছাড়া পাসের হার রাজশাহীতে ৯৮ দশমিক ৫৪, খুলনায় ৯৯, ঢাকায় ৯৮ দশমিক ৭০, চট্টগ্রামে ৯৮ দশমিক ৭৯, সিলেটে ৯৬ দশমিক ৫৪ ও রংপুরে ৯৮ দশমিক ৩৮ শতাংশ।

অন্যদিকে ইবতেদায়িতেও পাসের হারে সেরা বরিশাল। বরিশালে পাসের হার ৯৭ দশমিক ৭৮ শতাংশ। এ ছাড়া রাজশাহীতে ৯৬ দশমিক ১৫, খুলনায় ৯৭ দশমিক ১৫, ঢাকায় ৯৫ দশমিক ৩৫, চট্টগ্রামে ৯৫ দশমিক ৪৯, সিলেটে ৯১ দশমিক ৬৫ ও রংপুরে ৯৭ দশমিক ১০ শতাংশ।

প্রাথমিক ও ইবতেদায়ি সমাপনী পরীক্ষার ফল www.dpe.gov.bd ও www.dpe.teletalk.com.bd এবং এসএমএসের মাধ্যমে দুপুর থেকেই সংগ্রহ করেছেন সবাই। প্রাথমিক ও ইবতেদায়ি সমাপনী পরীক্ষা ২০ নভেম্বর শুরু হয়ে ২৮ নভেম্বর শেষ হওয়ার কথা থাকলেও তা শেষ হয় ৬ ডিসেম্বর।

মন্ত্রণালয়ের সংবাদ সম্মেলন : প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, গত নভেম্বর-ডিসেম্বরজুড়ে সারাদেশে সহিংসতা চলেছে। এর মধ্যে যথাসময়ে দুটি পাবলিক পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা ছিল সরকারের চ্যালেঞ্জ। প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে দিন-রাত অক্লান্ত পরিশ্রম করে শিক্ষক, শিক্ষা প্রশাসন, যথাসময়ে পরীক্ষার ফল প্রকাশ করেছে। আগামী দিনগুলোও শিক্ষার্থীদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। জানুয়ারির শুরুতে ক্লাস চালু করা ও পাঠ্যবই শিক্ষার্থীদের হাতে পৌঁছানো হবে।

'এবারের এই ফলাফলে প্রশ্নফাঁসের প্রভাব পড়েছে কি-না? শিক্ষার মান নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে পাসের হারের কারণে'- এ প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেন, 'আমাদের গতানুগতিক ভাবনা থাকে ফেল করা। সব অভিভাবক চান, তার সন্তান ভালো ফল করুক। কেউ ফেল করার আশায় লেখাপড়া করে না। এ ছাড়া আমাদের ছেলেমেয়েরা অনেক অনেক বেশি জানে। যারা আমাদের শিক্ষার মান নিয়ে প্রশ্ন তোলেন, তারা যে সময়ে লেখাপড়া করেছেন, তাদের বয়সে যে প্রযুক্তি পেয়েছেন তার অনেক বেশি পাচ্ছে বর্তমান প্রজন্ম। এখন ছেলেমেয়ের মেধা নিয়ে প্রশ্ন তোলা যাবে না। হয়তো বিশ্বমানের লেখাপড়ায় আমরা পিছিয়ে আছি, এটা সত্য। তবে তা রাতারাতি পরিবর্তন আনাও সম্ভব নয়। তার পরও সরকার যুগোপযোগী শিক্ষার কারিকুলাম তৈরি করেছে।'